যায়যায়দিন

তারিখ ... JUN 11 2006 ...

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট

সরকার সমর্থক দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

যায়যাদি রিপোর্ট

সরকার সমর্থক বেসরকারি শিক্ষক সংগঠন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের দুই গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়েছে। জাতীয় প্রেস ক্লাবে গতকাল শনিবার দুই গ্রুপের পৃথক কর্মসূচি চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ব্যাপারে রমনা থানায় জিডি করেছেন এক পক্ষের শিক্ষকরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জোটের একাংশের নেতা অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া সংবাদ সম্মেলন শেষে বেলা সাড়ে ১২টায় বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে জোটের অপর অংশের নেতা প্রফেসর এম শরীফুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন শিক্ষকদের প্রতিনিধি সম্মেলন চলছিল। প্রফেসর শরিফুল ইসলামের সমর্থক শিক্ষকরা 'সরকারের দালাল' বলে সেলিম ভূঁইয়াকে ধাওয়া করেন। আমিনুল ইসলাম নামে এক শিক্ষক এ সময় সেলিম ভূঁইয়ার গাড়িতে ছাতা দিয়ে আঘাত করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সেলিম ভূঁইয়া গ্রুপের সমর্থক শিক্ষক জাকির হোসেন এ ঘটনার প্রতিবাদ করলে তাকে লাঞ্ছিত করে প্রফেসর শরীফুল ইসলাম গ্রুপের সমর্থক শিক্ষকরা। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জাকির হোসেন রমনা থানায় ধাওয়া ও গাড়ি ভাংচুরের অভিযোগে দুটি জিডি করেছেন। অনাকাঙ্ক্ষিত এ ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রেস ক্লাব সাধারণ সম্পাদক বরাবর তিনি লিখিত অভিযোগও জানিয়েছেন।

সেলিম ভূঁইয়া সরকার সমর্থক শিক্ষক-কর্মচারীদের আটটি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের একাংশের প্রধান সমন্বয়কারী। জোটের অপর অংশের নেতা প্রফেসর শরিফুল ইসলাম। প্রেস ক্লাবে গতকাল দুই অংশের দুটি পৃথক কর্মসূচি পালিত হওয়ার সময় এ সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

একাংশের নেতা সেলিম ভূঁইয়া তাদের সংবাদ সম্মেলনে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের একশ' ভাগ বেতনসহ সরকারি শিক্ষকদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য আগামী ২৫ জুন ১০ দফা দাবিতে শিক্ষক মহাসমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ মহাসমাবেশ থেকে প্রয়োজনে স্মারকলিপি দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে মিছিল করারও ঘোষণা দেয়া হয়। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর ও শিক্ষা বোর্ডগুলো এখন দুর্নীতির আখড়া। আগামী ২৫ জুনের মধ্যে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার না করা হলে শিক্ষকরাই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জোটের আহ্বায়ক কাজী আব্দুর রাজ্জাক, চৌধুরী মুগীসউদ্দিন মাহমুদ, মাওলানা এম এ লতিফ, যুগ্ম আহ্বায়ক প্রিন্সিপাল রেজাউল করিম, শফিকুল আলম প্রমুখ।

প্রফেসর এম শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রেস ক্লাবেই ঐক্যজোটের আরেক অংশের প্রতিনিধি সম্মেলন হচ্ছিল। এ সম্মেলন থেকে একশ' ভাগ বেতন স্কেলসহ ছয় দফা শিক্ষা এজেন্ডা জুন মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের দাবিতে আল্টিমেটাম দেয়া হয় সরকারকে। নইলে ২ জুলাই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি থেকে আমরণ অনশনসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এমপি অধ্যক্ষ নূর আফরোজ বেগম জ্যোতি, অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান, মুহম্মদ জাহাঙ্গীর খান, নজরুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ পাঠান, অধ্যক্ষ রফিকা আফরোজ, সফর আলী প্রমুখ।

সেলিম ভূঁইয়ার গ্রুপের সঙ্গে তার গ্রুপের সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া যায়যায়দিনকে বলেন, 'হৈচৈ হয়েছে আমি চলে আসার পর। এ সব অশিক্ষকদের কাজ। সাহস থাকলে তারা সামনে আসতো।' অন্যদিকে প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি ভেতরে ছিলাম। কাজেই কিছু জানি না। তবে কেউ ধাওয়া করলে সেটা অন্যায় করেছে।'